দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 DEC 1985.
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৬ ...

বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের অভাব ও বিদ্যালয় ঘরের দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। এছাড়া শিক্ষক সংকটে পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানান, কাউনিয়া উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

এই উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫২টি। এর মধ্য ৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টির অবস্থা বড়ই করুণ। যেকোন মুহূর্তে ছাদ ধসে পড়তে পারে। এগুলো হচ্ছে, খোপাতী, নাজিরদহ, খোর্দভূতছড়া, কুর্শা বালাপাড়া, ঠাকুরদাস এবং ধুমেরকুটি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৬৯ সালে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এগুলোর ছাদের প্লাষ্টার খসে পড়েছে, বিভিন্নস্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে এছাড়াও রয়েছে বেঞ্চ, চেয়ার, ও ব্ল্যাকবোর্ডের অভাব। খোপাতী ও খোর্দভূত ছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ছাদ ধসে পড়ার আশঙ্কায় গাছের নীচে ক্লাস করছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২শ'৫০ জন। এছাড়া রয়েছে শিক্ষক সংকট ও নলকূপের অভাব। শৌচাগার না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ১৯টি বিদ্যালয়ের বেড়া-দরজা বলে কিছুই নেই। শুধু টিনের ছাউনি রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো সত্ত্বেও কাজ হয়নি।

জীবন নগর

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের অভাব, বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থা, ও খাবার পানির অভাব রয়েছে।

জীবন নগর উপজেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯টি। এর মধ্যে ৩৭টি সরকারী আর ১২টি বেসরকারী। জন সংখ্যার তুলনায় এ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা উপকরণের অভাব অত্যন্ত প্রকট। সবকটি বিদ্যালয়েই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য সামগ্রীর অভাব রয়েছে অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাউনি ও বেড়া নেই। কোন কোনটার দরজা-জানালা ভাঙ্গা।

বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে খাবার পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।